Political Science (Hons.) Semester - 4th (Unit - 2)
CC - 9. Public Policy and Indian Administration

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (UPSC) গঠন ও কাজ আলোচনা কর।

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন (UPSC)

বর্তমানে গণতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা দুটি অংশে বিভক্ত। এই দুটি অংশ হল রাজনৈতিক প্রশাসক ও অরাজনৈতিক প্রশাসক। অরাজনৈতিক প্রশাসক বলতে প্রশাসনিক কাজে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারীদের বোঝায়। এদেরই রাষ্ট্রকৃত্যক বলে। এই রাষ্ট্রকৃত্যকের অন্য নাম সরকারি কর্মীদের আমলা বলা হয়। অধ্যাপক ফাইনারের মতে আমলাতন্ত্র হল একদল স্থায়ী বেতনভোগী দক্ষ প্রশাসক। অর্থাৎ আমলাতন্ত্র হল দক্ষ, নিরপেক্ষ এক প্রশাসন ব্যবস্থা।

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের দ্বারা রাষ্ট্রকৃত্যকের কর্মচারীদের নিয়োগ করা হয়। ভারতেও এই ব্যবস্থা অনুসরণ করে ভারতের সংবিধানের চতুর্দশ অধ্যায়ে (Part-XIV) 315(1) ধারাতে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গঠন : সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন একজন সভাপতি ও অন্য কয়েকজন সদস্য নিয়ে গঠিত। কমিশনের সদস্য সংখ্যা রাষ্ট্রপতি নির্ধারণ করেন।

নিয়োগ ও অপসারণ : বর্তমানে কমিশনের সদস্য সংখ্যা 11 জন। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সভাপতি ও সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিযুক্ত হন। তাদের কার্যকাল 6 বছর। তবে 65 বছর পূর্ণ হয়ে গেলে পদত্যাগ করতে হয়। এক্ষেত্রে একজন সদস্য স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারেন তারা

রাষ্ট্রপতির দ্বারা পদচ্যুত হতে পারেন, তবে নির্দিষ্ট কয়েকটি কারণে রাষ্ট্রপতি তাঁকে পদচ্যুত করতে পারেন, যদি সংশ্লিষ্ট সদস্য দেউলিয়া বলে ঘোষিত হন, যদি তিনি কমিশনের সদস্য থাকাকালীন অন্য কোন ক্ষেত্রে বেতনভুক্ত কর্মচারী হিসাবে কাজ করেন. কিংবা সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন অনুসারে অসদাচরণে অভিযোগ থাকলে রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত করেন,

নিরপেক্ষতা রক্ষার ব্যবস্থা ঃ

ভারতের সংবিধানে কমিশনের সদস্যদের নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য বিশেষ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে—

(১) কমিশনের সভাপতি বা সদস্যদের সংবিধান নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া পদচ্যুত করা যাবে না,

(২) কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের নিযুক্তির পর চাকুরির শর্ত পরিবর্তন করা যাবে না,

(৩) সদস্যবৃন্দের বেতন ও ভাতা ভারতের সঞ্চিত তহবিল থেকে দেওয়া হবে,

(৪) কমিশনের সদস্যর কার্যকাল শেষ হওয়ার পর কমিশনের সভাপতি হতে পারেন, তবে ঐ পদ ব্যতীত অন্য পদ নিতে পারেন না,

(৫) কমিশনের সভাপতি অবসর গ্রহণের পর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অধীনে কোন চাকুরি গ্রহণ করতে পারেন না,

(৬) কমিশনের সদস্যরা অবসর গ্রহণের পর কেন্দ্র ও রাজ্যে কোন সরকারী পদ গ্রহণ করতে পারেন না,

কার্যাবলী ঃ

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের (Union Public Service Commission) কার্য আলোচনা করা হল,

(১) কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের প্রধান দায়িত্ব হল কেন্দ্রীয় ও সর্বভারতীয় চাকুরির জন্য কর্মচারী-নিয়োগের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা গ্রহণ করা।

(২) দুই বা ততোধিক রাজ্য অনুরোধ করলে কমিশন ঐ রাজ্যগুলির সরকারি কর্মচারী-নিয়োগের জন্য নিয়ম প্রণয়ন করতে পারে, নিয়ম কার্যকর করার ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারে।

(৩) কমিশন কতগুলি বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দিতে পারে—

(ক) অসামরিক চাকুরি ও পদসমূহে নিয়োগের পদ্ধতি।

(খ) অসামরিক চাকুরি, পদসমূহে নিয়োগ পদোন্নতি ও বদলির জন্য নীতি নির্ধারণ ও প্রার্থীর যোগ্যতা নির্ধারণ।

(গ) কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে নিযুক্ত অসামরিক কর্মচারীদের নিয়মানুবর্তিতা সংক্রান্ত বিষয়।

(ঘ) কর্মরত অবস্থায় আহত হয়ে অবসর গ্রহণ করলে অসামরিক কর্মচারীদের পেনশনসংক্রান্ত দাবী।

(৪) সংবিধানের ৩২১ ধারা অনুসারে পার্লামেন্ট আইন করে কোন অতিরিক্ত দায়িত্ব কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের উপর অর্পণ করলে কমিশন তা পালন করবে।

(৫) সংবিধানের ৩২৩ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন (Union Public Service Commission) তার কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতিবছর রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করেন।

মূল্যায়ন ঃ

পরিশেষে বলা যায়, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন (Union Public Service Commission) ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগের পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থী বাছাই করে থাকে। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে কমিশন নিয়মতান্ত্রিক-সুনির্দিষ্ট কার্যবিধি দায়িত্ব সহকারে সম্পাদনের মাধ্যমে সুদক্ষ, নিপুণ, দায়িত্বশীল ভারতীয় আমলাতন্ত্র নির্মাণের নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আগামীদিনের অশিক্ষা, দারিদ্রমুক্ত আধুনিক শক্তিশালী ভারত নির্মাণে এই আমলাতন্ত্র অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবে।

— o —